গুণীজন সংবর্ধনা

স্মারক

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

সম্পাদক ও প্রকাশক

মীর মোশাররেফ হোসেন
উদ্যোক্তা পরিচালক, দি ডেইলি অবজারভার
সম্পাদক, কিশোর বাংলা
চেয়ারম্যান, মোহাম্মদী গ্রুপ অব কোম্পানিজ
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

যুগ্ম সম্পাদক

কৌশিক আহমেদ
সম্পাদক, মোহাম্মদী নিউজ এজেন্সি (এমএনএ)
যুগ্ম সম্পাদক, কিশোর বাংলা

ইয়াছিন মোহাম্মদ
নির্বাহি সম্পাদক, সময় পূর্বাপর
সভাপতি, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

সাইফুল ইসলাম
সভাপতি, বাংলাদেশ আর্টিষ্ট গ্রুপ
সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

কারিগরি সহায়তা

সুব্রত কর্মকার
আইটি ইনচার্জ, দি ডেইলি অবজারভার

গ্রাফিক্স ডিজাইন

মোঃ ইব্রাহিম ভুইয়া
সিনিয়র গ্রাফিক্স ডিজাইনার, দি ডেইলি অবজারভার

প্রকাশকাল

এপ্রিল ২০২৩

প্রধান উপদেষ্টা
কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

বিশ্বের জন্য
সহানুভূতি ও
উদারতার দৃষ্টান্ত
স্থাপন করেছেন
শেখ হাসিনা

– মার্কিন রাষ্ট্রপতি
জো বাইডেন

বানী

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এদেশের একমাত্র জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে লালিত এই সংগঠনটির সকল উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক, নেতৃবৃন্দ, শিশু কিশোর ও অভিভাবকদেরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অভিভাবকত্বে কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁর উপস্থিতি, সহযোগিতা ও পরামর্শে আজ এই সংগঠন দেশের অন্যতম শিশু সংগঠন হিসেবে সুনাম অর্জন করেছে। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শিশু কিশোরদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ তুলে ধরে কাজ করছে বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা।

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা বিভিন্ন সময়ে দেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মান স্বাধীনতা পদক ও একুশে পদক লাভ করেছেন। এবার ২০২৩ সালে সংগঠনের সাবেক উপদেষ্টা মরহুম অ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম মরণোত্তর একুশে পদক লাভ করেছেন এবং উপদেষ্টা ড. মনোরঞ্জন ঘোষালও একুশে পদক লাভ করেছেন। তাঁদের এই সাফল্য প্রাপ্তিতে আমি ও পুরো সংগঠন গর্বিত ও আনন্দিত।

আশা করি, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে ধারণ করে ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাবে। আমি বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল গুণীজনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং সাফল্য কামনা করছি।

ইকবাল সোবহান চৌধুরী

ইকবাল সোবহান চৌধুরী

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

গুণীজন সংবর্ধনা স্মারক

৪ এপ্রিল, ২০২৩

অফিসার্স ক্লাব, ঢাকা।

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম!

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হলে অসাধ্য সাধন করতে পারে।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

আমার সবচেয়ে বড় শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালবাসি, সবচেয়ে বড় দূর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশী ভালবাসি।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

প্রধান পৃষ্টপোষক
কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

বাণী

জাতীয় শিশু কিশোর সংগঠন বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা জাতির পিতার নামে একটি সুসংগঠিত শিশু কিশোর সংগঠন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে এই শিশু সংগঠন। আমি সারা দেশে এই সংগঠনের ৪ শতাধিক শাখার উপদেষ্টা, পৃষ্ঠপোষক, নেতৃবৃন্দ, শিশু কিশোর ও অভিভাবকদেরসহ সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি বিরোধী বিশেষ রাজনৈতিক পরিবেশে আমি যখন এই সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্ব গ্রহন করি তখন সংগঠনের সাংগঠনিক কাজ চালানো মোটেই সহজ ছিল না। বিভিন্ন সাংগঠনিক কৌশল অবলম্বন করে কেন্দ্রীয় কমিটিকে কাজ করার পরামর্শ দেই। জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শ, উপদেশে ও প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংগঠনের এক ঝাঁক নিবেদিত নেতাকর্মীর কঠোর পরিশ্রমের ফসল বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার বর্তমান অবস্থান।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হাতে গড়া বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সময়ে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ইতিহাস সঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনের বিচার ও অনেক খুনির ফাঁসির রায় কার্য করা হয়েছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ফাঁসির রায় কার্যকর হয়ে আসছে। আজজাতির শ্রেষ্ঠসন্তান, ভাষাসৈনিক, মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের তাদের কর্ম ও ত্যাগের স্বীকৃতি পাবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার প্রতিষ্ঠাতা, উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকদের অনেকেই কর্মের স্বীকৃতি হিসেবে রাষ্ট্রের সম্মান সূচক স্বাধীনতা পদক ও একুশে পদকে ভূষিত হয়েছেন।

এবার বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা তার দুই একুশে পদক প্রাপ্ত উপদেষ্টা স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল ও ভাষা সৈনিক, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ মরহুম অ্যাড.মঞ্জুরুল ইমাম-কে সংবর্ধনা প্রদান করছে।

মরহুম অ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার খুলনা মহানগর ও জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অবদানে খুলনায় আমাদের সংগঠন পেয়েছিল দুর্বার গতি। আমৃত্যু তিনি এই সংগঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গিয়েছেন। মরহুম অ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম মরণোত্তর একুশে পদক - ২০২৩ অর্জন করায় আমরা গর্ববোধ করছি। আমি তাঁর আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও তাঁর পরিবারের জন্য রইলো শুভ কামনা। আমরা তাঁর অবদান চিরদিন স্মরণ করবো।

ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার উপদেষ্টা হিসেবে সার্বক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। সংগঠনের যেকোন কাজে বা প্রয়োজনে রয়েছে তাঁর সরব উপস্থিতি। তিনি একুশে পদক - ২০২৩ লাভ করায় আমি ও পুরোসংগঠন গর্বিত। আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে তাদের কাজ অব্যাহত রাখবে সেই-প্রত্যাশা আমার। আমি বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা'র উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করছি।

মীর মোশাররেফ হোসেন

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

ইঞ্জিঃ মোশাররফ হোসেন, এমপি
প্রেসিডিয়াম সদস্য, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

প্রধান অতিথি, গুনীজন সংবর্ধনা-২০২৩

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

১৯৪৩ সালের ১২ই জানুয়ারি বনেদি ব্যবসায়ী এস রহমান এবং পাঞ্জুবের নেসা দম্পতির ঘর আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন মায়ের যক্ষের ধন - মিঞা (মোশাররফ হোসেন)। ৪ ভাই মারা যাওয়ার পর মোশাররফ হোসেন এর জন্ম যেন সুখের ফল্গুধারা বইয়ে দেয় এস রহমান এর ঘরে। পরবর্তীতে অক্লান্ত পরিশ্রমী মোশাররফ হোসেন যেখানে হাত দিয়েছেন সেখানে সাফল্য মিলেছে। মোশাররফ হোসেন এর জন্মের পর আরো চার ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করে এস রহমান দম্পতির ঘরে। গ্রামের কাদামাটিতে, নদীতে সাঁতার কেটে, গাছের আম চুরি করে সাধারণ ৮/১০ জন ছেলের মত বেড়ে ওঠেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। হাতে বাল্যশিক্ষা, শ্লেট পেন্সিল নিয়ে ভাঙ্গাচোরা প্রাথমিক বিদ্যালয়েই শুরু হয় শিক্ষার হাতেখড়ি। দাদা এফ রহমান ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট। ছিলেন শান্তিরহাট বাজারের বড় ব্যবসায়ী, পিতা এস রহমান ছিলেন কলকাতার নামজাদা ঠিকাদার। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় দেশে শুণ্য থালা নিয়ে ফিরে আসেন। মোশাররফ হোসেন এর মা পাঞ্জুবের নেসা সোনার গহনা হাওলা করে দেন পিতা এস রহমানের হাতে। সেই বিনিয়োগে 'পাইওনিয়ার কন্টেইনার ওয়ার্কশপ' এর মাধ্যমে ঘুরে দাঁড়ালেন এস রহমান। সুদিন ফিরতে লাগল। গড়ে তুললেন ওরিয়ন্ট বিল্ডার্স। ক'দিনের মাথায় কিনে নিলেন শহরের গুটিকয়েক শৌখিন গাড়ির একটি - অস্টিন।

এস রহমান ১৯৫১ সালে মোশাররফ হোসেনকে শহরে এনে চট্টগ্রাম মিউনিসিপালিটি হাই স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ১৯৫২ সালে স্কুল পরিবর্তন করে এনে ভর্তি করা হল কলেজিয়েট স্কুলে। অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালীন একটা ঘটনা মোশাররফ হোসেন এর মনে বড় দাগ কাটে। এস রহমান নন্দনকাননে বাড়ি নির্মাণে ত্রুটি দেখা দিলে ইঞ্জিনিয়ার ফজল সাহেব সাহেবি পোশাক আর মাথায় হ্যাট পড়ে তদন্ত করতে আসেন। ইঞ্জিনিয়ার এর সাহেবি পোশাকে আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীতে ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যয়ন করেন মোশাররফ হোসেন।

স্কুল জীবনে পংকজ ভট্টাচার্য (গণফোরাম নেতা) সহ আরো অনেক বন্ধুর সঙ্গীয় প্রভাব ছিল কিশোর মোশাররফ এর ওপর।

১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর ইন্টারমিডয়েটে সায়েন্স গ্রুপে ভর্তি হন বোয়ালখালীর কানুনগোপাড়া কলেজে। মুসলিম ছাত্র সে কলেজে সংখ্যালঘু হলেও জনগণ ছিল সংস্কৃতিমনা, প্রতিবছর কলেজে নাটক হতো।

মুসলিম ছাত্রদের নিয়ে এবং হালকা গড়নের ছাত্রদের মেয়েদের চরিত্রে রূপায়ণ করে, নির্দেশনা প্রদান করে নাটক মঞ্চস্থ করে তাক লাগিয়ে দেন মোশাররফ হোসেন। ১ম পুরষ্কার অর্জন করেন, অভিনয়ের জন্যও তিনি পুরষ্কার জিতেছিলেন। পিতামাতার নিয়ন্ত্রণ হতে দূরে থাকায় ইন্টারমিডয়েট পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করতে পারেননি তিনি। কিন্তু যার নিজের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, ফলাফল তাকে আটকাতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় ফিজিক্সে সুযোগ পেয়ে গেলেন। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার ফজল সাহেব এর কেতাদুরস্ত পোশাক তার মাথায় ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পোকা ঢুকিয়ে দিয়েছে। বন্ধু গেটু মালেক এর সাথে দেখা হলে সে লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খোঁজ দেয়। আশানুরূপ ফল না হওয়ায় লাহোরে পড়ার ইচ্ছা পিতা এস রহমানকে নিজে না বলে ম্যানেজার বসন্ত শীল এর মাধ্যমে খবর পৌঁছান। বসন্ত শীল এস রহমানকে রাজি করিয়ে মোশাররফ হোসেনকে লাহোরে পড়ার বন্দোবস্ত করেন।

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডে বাংলাদেশই শুধু এতিম হয় নি বিশ্ববাসী হারিয়েছে একজন মহান সন্তানকে।

– জেমস লামন্ড

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও মানুষের দুঃখ দুর্দশা ছুঁয়ে যেত ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসে-নকে। ৬৯ এর প্রলংয়কারী ঘূর্ণিঝড়ে পাকি শাসকগোষ্ঠীর নির্লিপ্ততা বেশ পীড়া দেয় তাকে। বঙ্গবন্ধুপ্রেমী মোশাররফ চট্টগ্রাম এর তৎকালীন সিনিয়র আওয়ামী লীগ নেতা এম এ আজিজের পরামর্শে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়েন আওয়ামী লী-গের রাজনীতির সাথে।

কৃষকদের কাছে কৃষিঋণ আদায়ে কৃষি ব্যাংক হয়রানি শুরু করলে আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগ নেতাদের নিয়ে সিও অফিস ঘেরাও এর কর্মসূচি সফল করতে ব্যাপক ভূমিকা রাখেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

পাক সরকার এই আন্দোলনের সংগঠকদের গ্রেফতার করতে চাইলে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর গ্রামের বাড়িতে থাকার বন্দোবস্ত করা হয়। এক পর্যায়ে সামরিক আদালতে তাদের স্বল্পমেয়াদি কারাদণ্ডও দেয়া হয়। তাদেরকে কারামুক্ত করা, গণজমায়েতের সকল দায়িত্ব পালন করেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। মী-রসরাই মাদ্রাসা মাঠের সেই গণজমায়েতে প্রধান অতিথি হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন চট্টল শার্দুল এম এ আজিজ।

নিজ গ্রাম শান্তির হাটেও এম এ আজিজ কে নিয়ে তিনি জনসভা করেন। সেখানেও তিনি ছয়দফা মানা না হলে একদফা দাবির ঘোষণা দেন।

এরপর মীরসরাই মাদ্রাসা মাঠে আরেকটি জনসভায় একই বক্তব্য দেন এম এ আজিজ। মিটিং করে যাবার পরের দিনই গ্রেফতার হন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক এম এ আজিজ। তার গ্রেফতারের খবরে ফুঁসে উঠে চট্টগ্রাম। এম এ আজিজ এর গ্রেফতারের প্রতিবাদে মীরসরাইয়ের ১৬ ইউনিয়নে সভা সমাবেশ করেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

এম এ আজিজ কে বঙ্গবন্ধু খুবই পছন্দ করতেন। এম এ আজিজ এর গ্রেফতারের প্রতিবাদে পলোগ্র-াউন্ড মাঠের সভায় হাজির হন বঙ্গবন্ধু। নেতাকর্মী-রা খেয়ে না খেয়ে সে সভা সফল করেছিল।

সভা শেষে জেলখানায় এম এ আজিজের সাথে বঙ্গবন্ধু দেখা করেন। সম্ভবত ৭০ এর নির্বাচন নিয়ে সেখানে সলাপরামর্শও করেন।

দলের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলেও মনোনয়ন প্রাপ্তির ব্যাপারে চিন্তাশীল ছিলেন না মোশাররফ হোসেন। মীরসরাই থানা আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ দলীয় নমিনেশন পূরণে উদ্বুদ্ধ করলে এক পর্যায়ে নমিনেশন পেপার পূরণ করে জমা দেন তিনি। বঙ্গবন্ধু সব বিবেচনায় নমিনেশন ও দিয়ে দিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফকে। অল্প বয়সে নির্বাচিত হন প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। একই সময় ফটিকছড়ি থেকে মীর্জা আবুর ছেলে মীর্জা মনসুর, আনোয়ারা থেকে আতাউর রহমান কায়সার নির্বাচিত হন।

বঙ্গবন্ধুর টার্গেট ১৫১ টি আসন হলেও ১৬৯ টি আসনে জয় ছিনিয়ে আনে আওয়ামী লীগ। পাকি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতকে উপেক্ষা করে ষড়যন্ত্রের কলকাঠি নাড়ছিল তখনও।

পাতা - ৭

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশ গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

– ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

যে মানুষ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, কেউ তাকে মারতে পারে না।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ১ মার্চ দুপুরে ৩ মার্চের জন্য প্রস্তাবিত গণপরিষদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করে। ইয়াহিয়ার ভাষণের সাথে প্রকম্পিত হয় সারা বাংলা, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে ঢাকার রাজপথ। 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগানে মুখরিত সর্বত্র। ৪ মার্চ মীরসরাইয়ের আবুতোরাবে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। এর মধ্যে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন এর ডাক দেন। ধানমন্ডির ৩২ নম্বর হয়ে ওঠে সচিবালয়। এমন সময় এম এ আজিজ পরলোকগমন করেন, স্বাধীনতা দেখে যেতে পারলেন না তিনি। তাঁর মৃত্যুর খবর শুনে বরিশাল থেকে চট্টগ্রাম ছুটে আসেন বঙ্গবন্ধু।

প্রাদেশিক পরিষদ এর সদস্য সিএনসি ট্রেনিং প্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন রণাঙ্গনে সম্মুখভাগে যুদ্ধ করেছেন শত্রুমুক্ত করতে। খুব অল্পসংখ্যক জনপ্রতিনিধি ট্রেনিং নিয়ে দেশে ঢুকেন। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর দুঃসাহসিক অপারেশন শত্রুপক্ষের বুকে কাঁপন ধরিয়েছিল, মুক্তিবাহিনী-কে যুগিয়েছিল সাহস। ত্বরান্বিত করেছে বিজয়ের গন্তব্য।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ মিঠাছড়া হাই স্কুল মাঠে জনসভায় প্রকাশ্যে যাদের লাইন্সেস করা বন্দুক রয়েছে তাদের সর্বাত্মক প্রস্তুতির আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য দেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শিক কর্মী মোশাররফ যুদ্ধের অনিবার্যতার ধারণা হয়তো বঙ্গবন্ধু থেকেই পেয়েছিলেন। এর মাঝে জানে আলম দোভাষ সহ ঢাকায় গিয়ে ১৭ মার্চ জন্মদিনে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করলেন নির্ভীক তরুণ নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। তিনি কুমিল্লা থেকে চট্টগ্রাম পাক সেনাদের রসদ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা হিসেবে 'শুভপুর ব্রিজ' উড়িয়ে দেয়ার চিন্তাভাবনাটা বঙ্গবন্ধুকে জানান। বঙ্গবন্ধু খুশিতে বুকে জড়িয়ে বলেন 'শাবাশ'। পাকিস্তানি অস্ত্রবাহী জাহাজ সোয়াত চট্টগ্রাম পৌঁছালে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে সর্বস্তরের জনতা। ২৩ মার্চ থেকে শুরু হয় অবরোধ। সে সময় সংগ্রাম পরিষদ এর কাছে খবর আসে কুমিল্লা থেকে এক ব্রিগেড সৈন্য চট্টগ্রাম আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

দুঃসাহসিক শুভপুর ব্রিজ অপারেশন এর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন মাইনিং ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

২৫ মার্চ সহযোদ্ধাদের নিয়ে শুভপুর ব্রিজের কাঠের অংশ আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেন। আটকে দেন

মুক্ত চিন্তার নামে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত বিকৃত রুচি।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উচ্চ শিক্ষায় লাহোর পাড়ি জমান মোশাররফ হোসেন। লাহোর গিয়ে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম চাক্ষুস দেখতে পেয়ে তিনি ব্যথিত হয়েছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তার ভিতর অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং প্রতিবাদের মাধ্যমে নেতৃত্বের সত্তা জাগ্রত হয়েছে।

সেবার লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ে মোদাচ্ছের আলী নামে এক শিক্ষককে অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হলে মোশাররফ হোসেন এর নেতৃত্বে তাকে পুনর্বহাল এর আন্দোলন শুরু হয়, পরে বাধ্য হয়ে সরকার তাকে বহাল করে। পরবর্তীতে তিনি ভুট্টোর মন্ত্রিসভায় অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

মোশাররফ হোসেন এর পিতা একদিকে যেমন ছিলেন উদ্যমী উদ্যোক্তা, সফল ব্যবসায়ী আবার একইসাথে সমাজসেবা, জনসেবায় ছিলেন অত্যন্ত আন্তরিক ব্যক্তিত্ব। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৬২ সালে এস রহমান মীরসরাই সীতাকুণ্ড অঞ্চল হতে বিপুল ভোটে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। দূরদর্শী এস রহমান মাত্র ১২০০০ টাকায় চট্টগ্রাম থেকে ১০০ মাইল দূরে ১ একর জায়গা কিনে গোড়াপত্তন করেন কক্সবাজার এর ১ম বেসরকারি হোটেল "সায়মনচ। তিনি পাইওনিয়ার রোপ ফ্যাক্টরি, ওরিয়েন্ট বিল্ডার্স, সিলভার এরো ট্রান্সপোর্ট নামে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেন। ১৯৬৪ সালে উত্তর চট্টগ্রামের সবচেয়ে খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিজামপুর কলেজ স্থাপনে মূল ভূমকা পালন করেন।

সাহসিকতার কারণে লাহোরে বাঙালি ছাত্রদের মাঝে তুমুল জনপ্রিয় মোশাররফ ১৯৬৪ সালে ঊধংঃ চধশরংঃধহ ঝঃঁফবহঃ টহরড়হ সভাপতি নির্বাচিত হন। সে সময় তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে এমপি সবুর খান, লাল মিয়া, এমপি গিয়াস উদ্দিন, সচিব শফিউল আজম, আহসান সাহেব এর সহায়তায় অনুদান সংগ্রহ করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠান। মা, মাটি, মানুষের প্রতি তার অসীম দরদ এর পরিচয় মেলে ছাত্রজীবনে। লাহোরে ছাত্রজীবনে দুঃসাহসিকতার সঞ্চায় ঘটে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর জীবনে।

১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানি ছাত্ররা নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেও বিদেশী ছাত্রদের প্রাণ হাতে নিয়ে মর্টার শেলে সম্ভাব্য আঘাত মাথায় রেখে এখানে ওখানে রাতযাপন করতে হয়েছিল। হয়তো ভয়ংকর যুদ্ধই তৈরি করেছিল ৭১ রণাঙ্গনের এক সাহসী যোদ্ধাকে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফার ডাক দিলে লাহোরে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের সংগঠিত করেন। উচ্চ শিক্ষা অর্জনে লাহোর থাকলেও দেশমাতৃকার টান ভুলেননি। ১৯৬৬ সালে লাহোরে উচ্চশিক্ষা শেষ করে ভালো ফলাফল নিয়ে দেশে ফিরলে খুবই উৎফুল্ল হয়ে উঠেন অসুস্থ পিতা এস রহমান। ১৯৬৭ সালে ৬ জানুয়ারি পবিত্র রমজান মাসে সবাইকে এতিম করে তিনি পরলোকগমন করেন। স্বাভাবিকভাবেই সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক হারানোর ধাক্কা এসে পড়ে।পিতা এস রহমান এর অভাবে বিধ্বস্ত সব ব্যবসা দাঁড় করানোর দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। হোটেল সায়মনকে একটু একটু করে আধুনিক রূপ দেয়ার পর ১৯৬৯ সালে ঘটে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা।

৬৯ সালে বঙ্গবন্ধুর কক্সবাজার আগমন কে ঘিরে কক্সবাজার জেলা আওয়ামী লীগ এর সকল নেতৃবৃন্দ হাজির হলেন মূলত বঙ্গববন্ধুর সফরকে সফল করার প্রচেষ্টায়। তারা প্রাসঙ্গিক ভাবে চাঁদা চাইলেন। বঙ্গবন্ধুর ভক্ত, লাহোরে ৬ দফা আন্দোলনের পক্ষে সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন তাৎক্ষণিক তাদের পরামর্শ দিলেন বঙ্গবন্ধুকে নাগরিক সংবর্ধনা দেয়ার জন্য এবং তা হোটেল সায়মনে। আয়োজকরা এই প্রস্তাব লুফে নিল। আয়োজকদের পরামর্শ দিলেন শহরের সকল গুণীজন, সংগঠন এর নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানাতে এবং বঙ্গবন্ধু তাদের সামনে বক্তব্য দিবেন। এই প্রস্তাবেও তারা রাজি হয়ে যায়।

হোটেল সায়মনের লনে বঙ্গবন্ধুর সম্মানে ক্যান্ডেল লাইট নৈশভোজের আয়োজন করেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। ক্যান্ডেল লাইটটির অভিনবত্ব বঙ্গবন্ধুকে খুব আকর্ষণ করেছিল। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জানতে চাইলেন ক্যান্ডেল লাইটের ব্যাপারে। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ক্যান্ডেল লাইটটি এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যা বৃষ্টিতে কিংবা বাতাসেও নিভে না। সেটি সম্ভবত বঙ্গবন্ধুকে বেশ চমকে দিয়েছিল। তখন থেকে বঙ্গববন্ধু কাছে টেনে নিয়েছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে।

সায়মনের রুমগুলো ঘুরে ফিরে দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। কক্সবাজার সফরের সময় আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে মতবিনিময়কালে দ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তিনি বলে উঠলেন 'তোরা আমাকে ১৫১ টা সিট আইনা দে, আমি দেখাইয়া দিমু।'

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

২৬ ট্রাক বোঝাই পাকিস্তানি সৈন্য।
চট্টগ্রাম থেকে শুভপুর ব্রিজে যাওয়ার সময় বাজারে বাজারে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করেন পাক সেনাদের ঠেকাতে। সবাই রাস্তায় নেমে এসে ব্যারিকেড দেয়।
২৫ মার্চ রাতে শুভপুর অপারেশন শেষ করে ফেরার পথে রাত ১২ টায় বড়তাকিয়া রেলস্টেশন মাস্টার মোশাররফ হোসেনকে জানান অয়ারলেসে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণার কথা।
২৬ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের নিয়ে কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারে অন্যতম ভূমিকা রাখেন তিনি।
এ ঘোষণার পর বন্দর এলাকা এবং ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া পুরো চট্টগ্রাম মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে আসে। হিংস্র হয়ে ওঠে পাক বাহিনী।
এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য, শুভপুর ব্রিজ ধ্বংসের ফলে পাকি বাহিনীর ২৬ ট্রাক সৈন্য চট্টগ্রাম ঢুকতে কয়েক-দিন বিলম্ব হয়। শুভপুর ব্রিজ যদি ধ্বংস না হতো, রাস্তায় যদি ব্যারিকেড তৈরি না হতো, ২৬ ট্রাক সৈন্য চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের সৈন্য এবং বন্দরের পাক নেভিদের সাথে মিলে চট্টগ্রামে নারকীয় তাণ্ডব চালাত। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা বেতারে প্রচার করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত, আরো বেশি গণহত্যা ঘটে যেতে চট্টগ্রামে।
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর দুঃসাহসিক নেতৃত্বে অপারেশন শুভপুর ব্রিজ ছিল বড় প্রতিরে-ধ যা মুক্তিবাহিনীকে সংঘটিত হওয়ার সময় করে দিয়েছে, গণহত্যা রোধ করেছে।
৩০ মার্চ পাকিস্তানিদের গোলায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়।
ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে মীরসরাই থানার পাশে অবস্থিত অচি মিয়ার ব্রিজ। পাক বাহিনীকে বেগ দিতে এই ব্রিজ ধ্বংসের নেতৃত্ব দেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। একটি ট্রাকের উপর মেশিন-গান ফিট করে রাত ১২ টা এক মিনিটে সফল গেরিলা অপারেশন এর মাধ্যমে উড়িয়ে দেয়া হয় এই ব্রিজ। অচি মিয়ার ব্রিজের উত্তর পাশে ৭/৮ দিন ধরে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পাক আর্মিদের আটকে দেন মোশাররফ হোসেন। পাকি বাহি-নীর তাড়া খেয়ে অচি মিয়ার ব্রিজে এসে পৌঁছান ক্যাপ্টেন অলি। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর সাথে ক্যাপ্টেন অলি আলাপ করছেন এমন মুহূর্তে সাঁ সাঁ করে গুলি আসছিল, জাম্প দিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে নিরাপদ দূরত্বে চলে গেলেন দুজন। কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হলে যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যেতেন তিনি।
এরপর ধ্বংস করে দেন হিঙ্গুলী ব্রিজ।
ট্রেনিং এর জন্য ভারতে গমনের আগেই বীরত্বপূর্ণ এসব অপারেশন সম্পন্ন করেন তিনি।
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ ক্যাপ্টেন রফিক সহ অন্যান্য আর্মি অফিসারদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করলেন চট্টগ্রামের ইস্টার্ন রিফাইনা-রি অচল করে দিতে হবে। এতে পাক বাহিনীর মাঝে আতংক ভর করবে, গাড়ি চলাচল বন্ধ হবে, হত্যাযজ্ঞ কমে আসবে। টিম লিডার হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ১৬ জনের আত্মঘাতী একটি দল তৈরি করলেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ। অন্যান্য হাতিয়ারের সাথে সাড়ে ৬ ফুট লম্বা আরসিএল বন্দুক ছিল।
সাড়ে ৬ ফুট লম্বা বন্দুক এবং অন্যান্য হাতিয়ার নিয়ে চাপলাইশ্যা পাহাড় হয়ে ওসমানপুর হয়ে ডোমখালী হয়ে সীতাকুণ্ড, তারপর চট্টগ্রাম শহরে আসকার দীঘি সেন্টারে প্রবেশ করে আত্মঘাতী দল। সেখান থেকে কর্ণফুলীর দক্ষিণ প্রান্তে সেন্টারে পৌঁছে আরসিএল গান দিয়ে ইস্টার্ন রিফাইনারিতে হিট করার পরিকল্পনা করেছিলেন তারা। ড্রয়িং করে পুরো প্ল্যানটা সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মোশাররফ হোসেন। হিট করে যে যার মত করে সরে পড়বে।
এর মাঝে শাঁ শাঁ করে গুলি আসতে শুরু করলো আসকার দীঘির সেন্টারে। মূহুর্তে ১৬ জনের মাঝে ১৪ জন উধাও হয়ে গেলো ইঞ্জিনিয়ার মোশার-রফ হোসেন এবং বদিউল আলম (চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক) ছাড়া।
বদিউল আলম সেন্টারের রান্নাঘরের ছোট জানালা দিয়ে পুশ করে ১৫ ফুট নিচে নালায় ফেলে দেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন কে, লাফ দিয়ে তিনিও নেমে আসেন। ময়লা, কাঁচভাঙ্গা, পাথর মাড়িয়ে মেথর পট্টিতে ঢুকে সুইপারের ড্রেস পরে বের হয়ে আসেন।
অপারেশন ইস্টার্ন রিফাইনারি থেমে যায়। রাজাকার আলবদর কেউ পাক বাহিনীকে মুক্তিযে-দ্ধাদের সেন্টারের কথা ফাঁস করে দেয়। জীবন ঝুঁকি নিয়ে ডেথ স্কোয়াড এর সদস্যরা ফিরে আসে। ঝুঁকিপূর্ণ দুঃসাহসিক এই অপারেশন এর কথা যোদ্ধারা এখনো স্মরণ করে, বিশেষ করে মৃত্যু নি-শ্চিত জেনেও ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এই অপারেশন হাতে নিয়েছিলেন। যা দেশের প্রতি

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ ঐতিহাসিক দলিল।

- ইউনেসকো

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

রফ হোসেন এর ছোঁয়া নেই। পরবর্তীতে অনেকগুলো কলেজ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন।

পিতা এস রহমান প্রতিষ্ঠিত মহাজন হাট স্কুল এন্ড কলেজ পুরো চট্টগ্রামে অনন্য খ্যাতি অর্জন করেছে। পড়ালেখা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, খেলাধুলা, ছাত্রাবাস, পরিবহন সুবিধা, আধুনিক ল্যাব এর মিশেলে সারা চট্টগ্রামে এই কলেজ অতুলনীয়।

তরুণ হলেও চট্টগ্রামের রাজনীতি বঙ্গবন্ধু ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফকে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে দেখতেন।

তিনি মোশাররফ হোসেনকে চট্টগ্রামের গভর্নর করতে চেয়েছিলেন, পরবর্তীতে দলের কথা চিন্তা করে সেক্রেটারির দায়িত্বে নিয়ে আসেন।

৭০ থেকে চট্টগ্রামের রাজনীতির অপরিহার্য ব্যক্তিতে রূপ নেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। জহুরি বঙ্গবন্ধু হীরে চিনেছিলেন যিনি ২০২২ সালে এসেও শেখ হাসিনার প্রশ্নে অবিচল।

বঙ্গবন্ধুর অপত্য স্নেহে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর দীর্ঘমেয়াদি নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে। ১৯৭৪ সালে আইপিও সম্মেলনে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে বঙ্গবন্ধু জাপানে এবং কোরিয়াতেও পাঠান অনেক সংসদ সদস্যের মধ্য হতে।

দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফকে বাঁছাই করে যে যোগ্য উত্তরসূরী তৈরি করেছেন তা একাধিকবার প্রমাণ দিয়েছেন বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায়। বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষক এম এ হান্নান এর মৃত্যুর পর তার পরিবারের জন্য নিউ মার্কেটে দুটি দোকানের আবেদন করেছিলেন তিনি। দীর্ঘদিনেও অনুমোদন না হওয়ায় সেসময় পূর্তমন্ত্রী সোহরাব হোসেন কে বঙ্গবন্ধুর সামনে তলব করে বসেন সাহসী রাজনীতিবিদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। পূর্তমন্ত্রী রুষ্ট হলেও সিনিয়র নেতার মৃত্যুর পরও তাঁর পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা ভুলে যাননি।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ দারুণ কিছু সাফল্য অর্জন করেছে, চীন বাংলাদেশের এমন উন্নয়নে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে।

- চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

আমি মনে করি নারীর ক্ষমতায়নের জন্য নারীদের অধিক হারে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ জরুরি

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বিচক্ষণতায় শান্তিচুক্তি বাস্তবায়িত হয়। সরকারের সাথে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আস্থার সেতু তৈরি নিরলস কাজ করেছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। পাহাড়ি নেতাদেরকে চুক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতিকূল পাহাড়ে নিয়মিত ভ্রমণ করতেন। চূড়ান্ত দফায় পাহাড়ি সশস্ত্র গোষ্ঠী তার হাতে অস্ত্র সমর্পণ করে ত্রাসের জীবন পরিহার করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

যুদ্ধে, শান্তিতে, উন্নয়নে বাংলাদেশের ইতিহাসে রয়ে যাবে বঙ্গবন্ধুর সৈনিক ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর নাম।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিল্পপার্ক স্থাপনের জন্য জায়গার তালাশ করছিলেন। মীরসরাই এর আনাচে কানাচে চেনা মোশাররফ হোসেন এর। মুক্তিযুদ্ধের সময় শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে ইছাখালী চর থেকে ডোমখালী চর হয়ে অনেক কম্বিং অপারেশন করেছেন। পুরো উপকূলীয় এলাকাটা, কৌশলগত গুরুত্ব, সাগরপথে যোগাযোগের সহজলভ্যতা সবকিছু তার চেনাজানা।

সাগরপাড়ে পড়ে আছে হাজার হাজার একর খাসজমি। মেজোপুত্র আইটি বিশেষজ্ঞ মাহবুব রহমান রুহেল এর সহায়তায় ম্যাপ সহ একটি প্রস্তাবনা নিয়ে ইছাখালী চরের জায়গাটি দেখান।

সবকিছুর গুরুত্ব বিবেচনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন এখানে শিল্পপার্ক তৈরি করার। ২০১০ সালে শেখ হাসিনা মহামায়া প্রকল্প উদ্বোধন করতে মীরসরাই আসলে তাঁকে হেলিকপ্টার থেকে সাইটটি দেখান।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের অধীনে ২০১৫ সাল হতে পুরোদমে কাজ শুরু হয়।

মিরসরাই ইকোনমিক জোন এখন সারাবিশ্বের বিনিয়োগকারীদের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। সারাদেশকে পরিবর্তন করতে পারে এই ইকোনমিক জোন। পরবর্তীতে ফেনী এবং সীতাকুণ্ড যুক্ত করে ৩৩০০০ একর জায়গায় নিয়ে তৈরি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর। যার আয়তন সিঙ্গাপুর এর অর্ধেক। দক্ষিণ এশিয়ার সবচে বড় ইকোনমিক জোন এটি।

এখানে বিনিয়োগ এর জন্য তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেশী বিদেশী বিনিয়োগকারীরা ইতোমধ্যে ২০ বিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে এখানে। কর্মসংস্থান হবে ২০-৩০ লাখ লোকের, ক্ষুদ্র ও মধ্য উদ্যোক্তা গড়ে উঠবে কয়েকহাজার। পরিবহন, আবাসন, শিক্ষা সবক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানের ছোয়া লাগবে।

মীরসরাই হতে যাচ্ছে দেশের ১ম পরিকল্পিত স্মার্ট সিটি। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর মেজো পুত্র মাহবুব রহমান রুহেল মীরসরাই এর তরুণ প্রজন্ম এবং সারাদেশের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে এই বিশাল চাকরি বাজারের জন্য যোগ্য, কর্মক্ষম করে গড়ে তুলতে দেশী বিদেশী অনেক কারিগরি প্রতিষ্ঠান এর সাথে কাজ করছেন, তরুণ প্রজন্মের জন্য একটি ইয়ুথ সেন্টার ডিজাইন করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা তৈরি করবে মিরসরাই ইকোনমিক জোন তথা বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর, বাস্তবায়িত জাতীয় উন্নয়ন রুপকল্প ভিশন ২০৪১, জাতিসংঘের উন্নয়ন রুপকল্প সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলস।

পারিবারিক জীবনে ১৯৬৭ সালে আয়েশা সুলতানার সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৩ পুত্র এবং ১ কন্যা সন্তানের পিতা। বড় ছেলে সাবেদুর রহমান পৈত্রিক ব্যবসা দেখভালের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। কক্সবাজার চেম্বার এন্ড কমার্স এর সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। মেজো ছেলে মাহবুব রহমান পারিবারিক ব্যবসা সম্প্রসারণ এর পাশাপাশি দেশে অনেকগুলো সফল উদ্যোগের নায়ক তিনি। রাজনীতির মাঠেও প্রবল জনপ্রিয় তিনি। ছোট ছেলে আমিন রহমান পৈত্রিক ব্যবসার পাশাপাশি খ্যাতিমান ফটোগ্রাফার। দেশে বিদেশে অনেক পুরস্কার লাভ করেন তিনি। একমাত্র মেয়ে ডাক্তার সামিনা আজম রিপা ফ্লোরিডার বড় একটি হাসপাতালের জৈষ্ঠ্য পরিচালকের দায়িত্ব পালন করছেন।

৫৩ বছর ধরে রাজনীতির মাঠে থাকা মোশাররফ হোসেন এর পরিবার আগলে রেখেছেন মিসেস আয়েশা মোশাররফ। যার ত্যাগ তিতিক্ষায় গড়ে উঠেছেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। মূলত মিরসরাই এবং বৃহত্তর চট্টগ্রামবাসী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর পরিবার। পরিবারের অভিভাবক ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর ছায়াতলে সবাই নিরাপদ।

লেখক : সুসান আনোয়ার চৌধুরী, পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা।

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

প্রধানমন্ত্রী হবার কোন ইচ্ছা আমার নেই। প্রধানমন্ত্রী আসে এবং যায়। কিন্তু, যে ভালোবাসা ও সম্মান দেশবাসী আমাকে দিয়েছেন, তা আমি সারাজীবন মনে রাখবো।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

মীরসরাই প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি। পূর্বে পাহাড়, পশ্চিমে সাগর। পাহাড়ী ঢলে কৃষকের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এই ক্ষতি থেকে রেহাই পেতে আজকের দ্বিতীয় বৃহত্তম মহামায়া লেক প্রকল্প আকারে ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর কাছে পেশ করেন। বঙ্গবন্ধু পরিদর্শন করে পাইলট প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন দেন ১৯৭৪ সালে। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর এই প্রকল্প বন্ধ হয়ে যায়। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মহামায়া বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয় ২০১০ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর স্বপ্নের এই বহুমুখী প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১৮০০০ হেক্টর জমি নতুন করে সেচের আওতায় এসেছে যা খাদ্য নিরাপত্তায় ব্যাপক অবদান রাখছে, পাহাড়ি ঢলের পানি বাঁধের মাধ্যমে আটকে দেয়ার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লবিত হওয়া থেকে রক্ষা পেয়েছে।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পর চট্টগ্রাম এর অলিতে গলিতে পথেঘাটে আওয়ামী লীগকে সংগঠিত করতে থাকেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

জিয়াউর রহমান চট্টগ্রামে নাগরিক সভায় এমপিএ দের ডাকলে সেই মিটিংয়ে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিচার চান এবং জিয়াউর রহমান কে তিরস্কার করেন।

রণাঙ্গনের সহযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসে-নকে তার মন্ত্রিসভায় যোগ দেয়ার আহবান জানালে তিনি ঘৃণাভরে তা প্রত্যাখান করেন।

আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আসলে চট্টগ্রামে শেখ হাসিনাকে নিয়ে দলকে সুসংগঠিত করেন তিনি। একদল বিপথগামী লোক বাকশাল নাম দিয়ে নতুন করে বিভাজনের চেষ্টা করলে তাদের অনেককে বুঝিয়ে শেখ হাসিনার আনুগত্যে নিয়ে আসেন।

৮০ সালে বিএনপির সন্ত্রাসীরা ইঞ্জিনিয়ার মোশার-রফ হোসেন এর পায়ের রগ কেটে দিলে জীবন শংকায় পড়েন তিনি। কিন্তু হাল ছেড়ে দেননি।

সামরিক শাসক এরশাদ মন্ত্রিত্বের প্রলোভন দেখিয়েও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থেকে একচুল টলাতে পারেনি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফকে। ৮৮ সালে চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার জনসভায় গুলি করে ২৪ জনকে হত্যা করে এরশাদ সরকার, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও মারাত্মকভাবে আহত হন মোশাররফ হোসেন।

৯২ তে শিবির ক্যাডার নাছির বুকে অস্ত্র তাক করে হত্যা করতে চাইলেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান মৃত্যুঞ্জয়ী বীর ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন চট্টগ্রাম উত্তর দক্ষিণ মহানগরে আওয়ামী লীগের শক্ত ভিত্তি তৈরি করতে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে তাঁর হাতে গড়া কর্মীরা বর্তমান চট্টগ্রাম উত্তর জেলা, দক্ষিণ জেলা, মহানগরে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

১৯৭০ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ১৯৭০, ১৯৭৩, ১৯৮৬, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ সালে সাতবার নির্বাচিত এমপি ইঞ্জিনিয়ার মোশার-রফ হোসেন।

২০০৮ সালে এমপি হওয়ার পর তিনি জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

২০১৮ সালে এমপি হওয়ার পর থেকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপি-তর দায়িত্ব পালন করছেন।

বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠনের পর ১৯৭৪/৭৫ সালে তিনি তিনি চট্টগ্রাম উত্তর জেলা বাকশাল এবং ৭৭ সালে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহবায়ক এর দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮০ ও ৮৪ সালে চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, ধারাবাহিকভাবে ১৯২২-২০১২ সাল পর্যন্ত চার মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি, কেন্দ্রীয় সদস্য হয়ে গত চার সম্মেলন ধওে প্রেসিডিয়াম সদস্যের দায়িত্ব পালন করছেন, বর্তমানে তিনি প্রেসিডিয়াম এর এক নম্বর সদস্য।

১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তিনি বেসরকারি বিমান চলাচল, পর্যটন মন্ত্রী এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

এই সময়ে চট্টগ্রাম বিমান বন্দর আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হয়। ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করেন। অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বিমান কে ২৫০০ কোটি টাকার লা-ভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন সে সময়। পর্যটন খাতের বিকাশে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেন। দেশের রিয়েল এস্টেট শিল্প বিকশিত হতে শুরু করে তখন।

স্বল্পআয়ের লোকদের মৌলিক চাহিদা আবাসন এর সমস্যা নিরসনে জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের প্রতিষ্ঠা তাঁর যুগান্তরকারী পদক্ষেপ। অনেক বেদখলকৃত সরকারি ভবন উদ্ধার হয় তাঁর উদ্যোগে। কক্সবাজ-ার সৈকত রক্ষার্থে তিনি সৈকত সংলগ্ন সরকারি

ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল, বীর মুক্তিযোদ্ধা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক
উপদেষ্টা, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও শব্দসৈনিক ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল। সঙ্গীত শিল্পী ছাড়াও তিনি একাধারে সাংবাদিক, সুবক্তা, সুরকার ও টেলিভিশন উপস্থাপক। '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, '৭১ এর অসহযোগ আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অগ্নি-ঝরা দিনগুলোতে যিনি স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে আকাশে বাতাসে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন মু-ক্তিযুদ্ধের উজ্জীবনী সঙ্গীত তিনিই হলেন মনোরঞ্জন ঘোষাল।

১৯৪৭ এর ১ মে (সার্টিফিকেট অনুসারে, ৫ই অক্টোবর ১৯৪৮) তিনি সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার গোনালী নলতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা প্রয়াত যামিনীকান্ত ঘোষাল ছিলেন বাংলাদেশ পাবলিশার্স-এর কর্ণধার এবং মা কমলা ঘোষাল। কপিলমুণি সহচরী বিদ্যামন্দির থেকে ১৯৬৩ সালে এস.এস.সি., ঢাকা জগন্নাথ কলেজ থেকে ইন্ট-ারমিডিয়েট ('৬৫) ও বি.কম ('৬৭) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে এম.কম পাশ করেন মনোরঞ্জন ঘোষাল। ১৯৬৭ সালে বি.কম পাশ করে স্নাতকোত্তর পড়াশুনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৬৫ সালে তিনি টেলিভিশন ও বেতারে নজরুল সঙ্গীত ও আধুনিক বাংলা গান গাওয়া শুরু করেন।

১৯৬৯ সালে তিনি তৎকালীন সুপরিচিত সংগঠন স্বরবিতান শিল্পীগোষ্ঠীর সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্রজীবন থেকেই বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী মনোরঞ্জন ঘোষাল দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। তার প্রকাশিত উপন্যাসগুলো হলো: দেনা পাওনা, আশায় বাঁধে ঘর, শেষ পরিচয়, প্রেম ও প্রয়োজন, একান্ত আমি ইত্যাদি। এই সময়ে তার সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন 'কলরব' ও 'স্বরবিতান' বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। ১৯৬৪ সালের হিন্দু-মুস-লিম দাঙ্গায় ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আশ্রিত অসংখ্য হিন্দুদের দেখাশুনার বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। '৬৬র ছয় দফা আন্দোলনেও তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। '৭১ এর ২৮ মার্চ সদরঘাট টার্মিনালে তাকে পাকিস্তানী সেনারা আটক করে জেরা করে এবং কিছুক্ষণ পরে ছেড়ে দেয়।

'৭১ এর ৩১ শে মার্চ খানসেনাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঢাকা সেন্ট গ্রেগরি হাইস্কুলে আশ্রয় নেয়া অনেক হিন্দু পরিবারকে দেখতে যেয়ে তিনি পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। পাকবাহিনী তাকেসহ ৩৩ জনকে আটক করে জগন্নাথ কলেজের ২৩ নং রুমে সারাদিন আটকে রাখে। এই সারাদিন আটক থাকা অবস্থায় কোন পানীয় বা খাবার তাদের দেয়া হয়নি। এর পর সন্ধ্যা ৭টায় ১১ জন করে হাত ও চোখ বেঁধে সবাইকে নিয়ে যায় পুরাতন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান ও শাঁখারী বাজার মোড়ে। এ সময় টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। এখানেই প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাচের ২২ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয় যার শব্দ কলেজের ঐ রুম থেকেই তিনি শুনতে পান। তারপর তৃতীয় ব্যাচের ১১ জনকেও একইভাবে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর তিনি শুধু শুনেন ঠাস ঠাস গুলির শব্দ ও সেনাদের বুটজুতার ভারী শব্দ। পরে পাকিস্তানী সেন-ারা জজকোর্টের ভিতরে যেখানে বাগান ছিল সেখানে একটি বড় গর্তে এলোমেলোভাবে এই ৩৩ জনকে ফেলে মাটি চাপা দেয়। মনোরঞ্জন ঘোষাল গায়ে চি-মটি কেটে বুঝতে পারেন যে তিনি বেঁচে আছেন। তিনি দাঁত দিয়ে হাতের বাঁধন ও পরে চোখের বাঁধন খুলে ফেলেন। এতে তার সময় লাগে প্রায় ১১ ঘন্টা। গুলীতে সবাই মারা গেলেও অলৌকিকভাবে বেঁচে যান মনোরঞ্জন ঘোষাল। এরপর বিস্তর বিপদশংকুল পথ পেরিয়ে সীমান্ত পার হয়ে মেঘালয় হয়ে পশ্চিম বাংলার কলকাতায় পৌছান।

কলকাতার ৯ নাম্বার সার্কাস এভিনিউতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশনে প্রথমেই মন্টু ভাই অর্থাৎ প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ও তৎকালীন ঢাকার টেলিভিশনের কর্মকর্তা মোস্তফা মনে-

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নেতা হিসেবে পেয়ে এই দেশের মানুষ সত্যিই ভাগ্যবান। আমার বিশ্বাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাকে নিয়ে গর্ববোধ করতেন।

-ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

জমি লিজ প্রদান বন্ধ করেন।
সারাদেশে অসাধু গোষ্ঠী পুকুর, নালা, জলাশয়, লেক ভরাট করে পরিবেশ ও প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করছে দেখে তা ঠেকাতে জাতীয় সংসদে জলধারা আইন-২০০০ অনুমোদন করেন, যা সর্বমহলে প্রশংসিত।
ভূমিদস্যুদের হাত থেকে সরকারি জমি অবমুক্ত করে ১০০০ ফ্ল্যাট এর ন্যাম ভিলেজ তৈরি করেন।
চট্টগ্রাম ডিসি হিলে সাধারণ মানুষের জন্য ওয়াকওয়ে ও মঞ্চ তৈরি করে ব্যাপক প্রশংসিত হন।
২০১৪ সালে গণপূর্তমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণের পর চট্টগ্রামের জাম্বুরি মাঠকে দৃষ্টিনন্দন পার্কে রূপ দান করেন। আগারগাঁও, মিরপুর, আজিমপুর জরাজীর্ণ স্টাফ কোয়ার্টারগুলো ভেঙ্গে বহুতল ভবন এ রূপ দেন। এরফলে সরকারি কর্মকর্তাদের আবাসন ৪০% উন্নীত হবে।
স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরামর্শে ১ লাখ ফ্ল্যাট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, যা ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
পূর্বাচলে সবুজে ঘেরা নতুন ঢাকা গতিশীল হয় তাঁর তদারকিতে। উত্তরা এপার্টমেন্ট প্রকল্প সাফল্য অর্জন করে।
দলীয় সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের কার্যালয়কে একটি আধুনিক বহুতল ভবনে উন্নীত করেন তিনি।
রোজ গার্ডেন থেকে ১৯৪৯ সালে যাত্রা শুরু করে আওয়ামী লীগ। বর্তমান মালিক থেকে কিনে যাদুঘরে রূপ দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তিনি।
১৯৬৬ সালে লাহোর থেকে ফিরে ১৯৬৭ সালে পিতা এস রহমান
এর মৃত্যুর পর যখন দেখলেন সব ব্যবসায় অবনতি ঘটছে তখন তিনি নিজ কাঁধে দায়িত্ব তুলে নেন। অক্লান্ত পরিশ্রম করে পিতার রেখে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী সায়মন হোটেল আধুনিকায়ন করে লাভে ফেরান। ১২ রুম থেকে ধীরে ধীরে ৮০ কক্ষের অত্যধিক পর্যটক গন্তব্যে পরিণত করে শিল্প ব্যাংক থেকে সামান্য কিছু টাকা ঋণ নিয়ে।
সেই সায়মন ২০১৫ সালে নবরূপে যাত্রা শুরু করে কক্সবাজারের সৈকতের কাছে যা এখন কক্সবাজারের ১ নম্বর হোটেল এবং দক্ষিণ এশিয়াতে এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে এবং পুরাতন সায়মন হোটেল এর স্থানে আরেকটি হোটেল তৈরি হয়েছে। রাজনীতিতে না জড়ালে হয়তো হতেন দেশের প্রথম সারির শিল্পপতি।
১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন গ্যাসমিন লিমিটেড। গ্যাস সরবরাহ এবং পাইপলাইন নির্মাণের এই খাতটি তখন বিদেশী ঠিকাদারদের দখলে ছিল। গ্যাসমিন লিমিটেড প্রতিষ্ঠার পর সক্ষমতা দেখে এই সেক্টরে আরো উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয় যার ফলে বিদেশী ঠিকাদারদের প্রতি নির্ভরতা কমে যা প্রচুর বিদেশী মুদ্রা সাশ্রয় করে। এই খাতে তিনি একজন পথিকৃৎ উদ্যোক্তা এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয়।
এই পর্যন্ত ৫০০ কিলোমিটার এর বেশি পাইপলাইন তৈরি করে গ্যাসমিন, নদীর তলদেশ দিয়ে পাইপলাইন নির্মাণ, এলএনজি সরবরাহ সহ জ্বালানি খাতে উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে গ্যাসমিন এর।
মুহুরি প্রকল্প বাস্তবায়নে জাপানি কোম্পানি শিমুজুকে সহায়তা প্রদান করে গ্যাসমিন লিমিটেড।
২০০২ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন শহরের ১ম চার তারকা হোটেল দ্য পেনিনসুলা চিটাগাং। যা বিদেশী ব্যবসায়ীদের কাছে চট্টগ্রাম শহরের প্রতি আস্থার উন্নতিতে প্রভাবকের ভূমিকা রাখে। পুঁজিবাজারে তালিকাভূক্ত পেনিনসুলা চিটাগাং চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টের পাশে আরেকটি পাঁচ তারকা হোটেল তৈরি করছে। বেসরকারি খাতেও এই দেশের জন্য যুগান্তকারী ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন সৃষ্টিশীল মানুষ মোশাররফ হোসেন।
তার অনুপ্রেরণায় দেশের আইটি খাতে বিপ্লবের সূচনা করতে ভূমিক রাখেন মেজো ছেলে মাহবুব রহমান রুহেল।
দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় আইটি বিশেষজ্ঞের সাথে গড়ে তুলেন আন্তর্জাতিক মানের আইটি প্রশিক্ষণ সেন্টার বেইজ লিমিটেড যা দেশের আইটি খাতে দক্ষ জনবল তৈরি করতে অভাবনীয় ভূমিকা রেখেছে।
ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর অনুপ্রেরণা মেজো ছেলে রুহেলই দেশের ১ম আন্তর্জাতিক মানের সিনেপ্লেক্স গড়ে তোলেন যা এখন সারাদেশে ছড়িয়ে গেছে।
কৃষি জমির টপ সয়েল রক্ষায় এবং কাঠ কয়লা পোড়ানো কমাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তৈরি করেন পরিবেশ বান্ধব ব্লক নির্মাণ কারখানা যা ইটের ব্যবহার কমিয়ে স্মার্ট মিরসরাই তৈরি করছে। আপাদমস্তক রাজনীতিবিদ ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন ব্যবসায় মনোনিবেশ করলে দেশ একজন দূরদর্শী শিল্পদ্যোক্তা পেত।
১৯৯৭ সালের ২রা ডিসেম্বর পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার

আমি
হিমালয় দেখিনি
কিন্তু শেখ
মুজিবকে দেখেছি।
ব্যক্তিত্ব এবং
সাহসিকতায়
তিনিই হিমালয়।

– ফিদেল কাস্ত্রো

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

য়ার-এর সাথে দেখা হয়। তার কাছ থেকে টেলিফোন নম্বর নিয়ে ফোন করলে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী মোঃ আব্দুল জব্বারের সাড়া পান। আব্দুল জব্বার তাকে রাস্তার বর্ণনা দিয়ে তার কাছে যেতে বলেন। এভাবেই তিনি ৫৭/৮ বলিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯-এ অবস্থিত স্বাধীনবাংলা বেতারে যোগ দেন। পাশাপাশি অতিথি শিল্পী হিসেবে আকাশবাণী কলকাতায় সঙ্গীত পরিবেশন করতে থাকেন। এসময় বাংলাদেশ সরকারের সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরই মধ্যে ২৬ মার্চ মনোরঞ্জন ঘোষালের বড়ভাই রতন কুমার ঘোষালকে ঢাকায় ৫১ নম্বর শাঁখারী বাজারের বাসায় পাকবাহিনী নির্মমভাবে হত্যা করে। ছোটভাই মদনমোহন ঘোষাল গ্রামের বাড়িতে শহীদ হন। '৭১ এর ২৫ শে মার্চের পর ঢাকার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সাইকেল চালিয়ে কলকাতা গিয়ে বাবা মাকে খুঁজে না পেয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসেন মদনমোহন। কিপলমুণির রাজাকাররা তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কর্মজীবনে মনোরঞ্জন ঘোষাল ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সোনারগাঁও হোটেল ও আলফা গ্রুপে জনসংযোগ বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও সাপ্তাহিক ছুটি ও ইংরেজি সাপ্তাহিক দি হেরাল্ড পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাপ্তাহিক ইংরেজি দি টাইড পত্রিকায়ও কুটনৈতিক প্রতিবেদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি দৈনিক ভোরের আকাশ পত্রিকার সম্পাদক। তিনি বহু সংখ্যক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িতঃ চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সমন্বয় পরিষদ; প্রেসিডেন্ট, এশিয়ান কালচারাল সোসাইটি; সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বেতার শিল্পী সংস্থা; সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইন্টার রিলিজিয়ন হারমনি সোসাইটি (আই.আর.এইচ.এস); উপদেষ্টা, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি; চেয়ারম্যান, হিন্দু হেরিটেজ ফাউন্ডেশন এবং উপদেষ্টা, বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা।

তিনি বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে অসংখ্য পদক ও সম্মাননা পেয়েছেন। অতি সম্প্রতি তিনি পেয়েছেন রাষ্ট্রের সম্মানসূচক একুশে পদক-২০২৩।

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল এক ছেলে ও এক মেয়ের জনক। স্ত্রী সন্ধ্যা ঘোষাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম.এ। মেয়ে ছন্দা ঘোষাল ঢাকার একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের শিক্ষিকা ছিলেন। কালের পরিক্রমায় মেয়ে ও স্ত্রীকে হারিয়েছেন তিনি। ছেলে মানবেন্দ্র ঘোষাল প্যারিসে থাকেন।

মনোরঞ্জন ঘোষাল নিয়মিতভাবে বিটিভি, বাংলাদেশ বেতার ও বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে নজরুল সঙ্গীত, আধুনিক বাংলা গান ও দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে থাকেন। একাধিকবার বাংলাদেশ, ভারত ও যুক্তরাজ্যসহ ইউরোপের বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে তার জীবনভিত্তিক সাক্ষাতকার ও সঙ্গীত প্রচারিত হয়েছে। ভারত সরকারের ইষ্টার্ণ কমান্ড তাকে ২০০৫ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে লাল গালিচা সংবর্ধনা প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি ওয়াশিংটনে ২০১৮ সালে সর্বধর্ম সমন্বয়ের উপর যুগোপযোগী ভাষণ প্রদান করেন। ২০১৪ সালে বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিস এসোসিয়েশন তাকে সংবর্ধনা প্রদান করে। এছাড়াও তিনি দেশে বিদেশে অসংখ্য সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংবর্ধিত হয়েছেন। তিনি এশিয়া ও ইউরোপের বহু দেশ ভ্রমন করেছেন। ভারতের আকাশবানী কলকাতায় মনোরঞ্জন ঘোষালের আত্মজীবনী রেকর্ড করা হয়েছে যা যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। নব্বই দশকের প্রথম দিকে নেপাল বাংলাদেশ ব্যাংক স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

মনোরঞ্জন ঘোষাল-কে ২০১৯ সালে ভারতের ইন্সিটিটিউট অব অরিয়েন্টাল হেরিটেজ ইন্টার রিলিজিয়ন হারমন্থির উপরে সম্মানসূচক পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করে।

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার সাথে তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে পথ চলছেন ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল। তিনি বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার উপদেষ্টা হিসেবে সার্বক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। সংগঠনের যেকোন কাজে বা প্রয়োজনে রয়েছে তাঁর সরব উপস্থিতি। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের সংগীত, বক্তৃতা অথবা বঙ্গবন্ধু-মুক্তিযুদ্ধেও গল্প শিশু কিশোরদের করে তুলে উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত।

একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে গেলে যে সকল গুণাবলী থাকা দরকার তার অধিকাংশই শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষালের মধ্যে বিদ্যমান। দেশপ্রেম তার এবং তার পরিবারের মধ্যে বেঁধেছে এক পবিত্র বন্ধন। কোন লোভ বা মাতৃভূমিকে ভুলে পরদেশে প্রবাসী হওয়ার মত হীনপ্রবৃত্তি তার মধ্যে কাজ করেনি বলেই তিনি একজন সত্যিকার দেশপ্রেমিক হতে পেরেছেন। যে মাটিতে লাখো শহীদের রক্তের চিহ্ন দৃশ্যমান সে-রক্তের ঋণ শোধ করতে আজও তিনি গেয়ে চলেছেন জনতার মুক্তির গান, বলে চলেছেন শান্তির কথা, সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। তিনি বিশ্বাস করেন সৃষ্টিকর্তা মানব কল্যাণের জন্যই ধর্মের সৃষ্টি করেছেন।

শিল্পী মনোরঞ্জন ঘোষাল আমাদের আত্মার আত্মীয়। এ আত্মীয় আদর্শের, এ আত্মীয় একসাথে একাত্ম হয়ে মানব মুক্তির সার্বিক সংগ্রামে কাঁধে কাঁধ রেখে পথ চলার ।

লেখক : ইয়াছিন মোহাম্মদ, সভাপতি,
বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা।

বঙ্গবন্ধু সর্বকালের সাহসী নেতা।

– প্রণব মুখার্জি

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

১৯৫৬ সালে জিলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৫৯ সালে বিএল কলেজ থেকে আইএ, ১৯৬১ সালে একই কলেজ থেকে বিএ ও ১৯৬৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৫২ সালে জিলা স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগে যোগ দেন। মুক্তিযুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সালে খুলনা শহর আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক, ১৯৮৪ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত মহানগর শাখার সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

মরহুম অ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম ১৯৯৭ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা খুলনা মহানগর ও জেলা শাখার প্রতিষ্ঠাকালীন প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ অবদানে খুলনায় আমাদের সংগঠন পেয়েছিল দুর্বার গতি। আমৃত্যু তিনি এই সংগঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গিয়েছেন।

তিনি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত খুলনা সেন্ট্রাল ল' কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। ১৯৯৬-৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি সমবায় ব্যাংকের ডিরেক্টর, ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাংকের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিস ট্রাস্টের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৩ সালে তিনি নির্মমভাবে হত্যাকান্ডের শিকার হন। তিনি ছিলেন সুস্থধারার রাজনীতি চর্চায় আপসহীন এবং গণমানুষের কল্যাণ ভাবনায় আজীবন নিবেদিতপ্রাণ একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

কর্মজীবনে তিনি বেশকিছু পদক ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন। রাজনীতিতে গৌরবজনক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ্যাড, মঞ্জুরুল ইমাম ২০২৩ সালের 'একুশে পদক' (মরণোত্তর)-এ ভূষিত হয়েছেন।

লেখক : সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক,
বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা।

শেখ হাসিনা
আমার অনুপ্রেরণা।

-প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্র

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

যিনি যেখানে রয়েছেন, তিনি সেখানে আপন কর্তব্য পালন করলে দেশের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে না।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ১৯৫২-র
ভাষা আন্দোলনের শহীদদের

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ১৯৭১-র ত্রিশ লক্ষ
শহীদ ও দুই লক্ষ সম্ভ্রমহারা মা-বোনেদের

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি ১৯৭৫-এ শহীদ বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বাংলাদেশের স্বাধীনতা,
সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িকতা রক্ষার চেষ্টায়
শহীদ প্রতিটি ভাই ও বোনেদের

আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর
মেলার প্রয়াত উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষকদের

এম আনিসুজ্জামান
জন্ম- ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯
মৃত্যু- ১ নভেম্বর ১৯৯৮

শওকত ওসমান
জন্ম- ২ জানুয়ারী ১৯১৭
মৃত্যু- ১ নভেম্বর ১৯৯৮

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

মুজিব না
থাকলে বাংলাদেশ
কখনই
জন্ম নিতনা।

-ফিনান্সিয়াল টাইমস

সাবেক প্রধান বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেন
জন্ম-৩১ মার্চ ১৯২৩
মৃত্যু- ২১ আগষ্ট ২০১৩

কলিম শরাফী
জন্ম- ৮ মে ১৯২৪
মৃত্যু- ২ নভেম্বর ২০১০

হাবিবুর রহমান মিলন
জন্ম- ২৩ জানুয়ারী ১৯৩৫
মৃত্যু- ১৪ জুন ২০১৫

আলহাজ্ব মোহাম্মদ জহিরুল হক
জন্ম- ১৯৪৩
মৃত্যু- ১৪ জুন ২০১৪

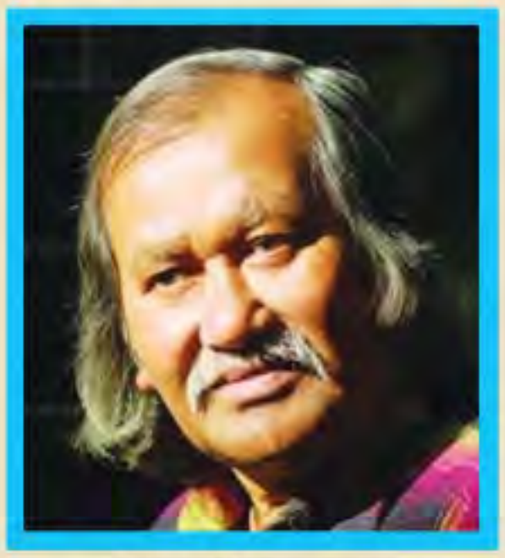

কবি রফিক আজাদ
জন্ম-১৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৪১
মৃত্যু- ১২ মার্চ ২০১৬

মুস্তাফা সারওয়ার
জন্ম- ১ ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯
মৃত্যু- ২৮ এপ্রিল ২০০৪

সন্তোষ গুপ্ত
জন্ম- ৯ জানুয়ারী ১৯২৭
মৃত্যু- ৬ আগস্ট ২০০৪

ড. নীলিমা ইব্রাহিম
জন্ম- ১১ অক্টোবর ১৯২১
মৃত্যু- ১৮ জুন ২০০২

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

যদি আলোচিত হতে চাও, সমালোচনাকে ভয় করোনা, মনে রেখো সমালোচনাও এক প্রকার আলোচনা

– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা
সাবেক সভাপতি খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগ
প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা, খুলনা মহানগর ও জেলা
বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনে যোগদান করেন এবং অভিযুক্ত হয়ে কারাভোগ করেন। ছাত্রজীবনে ১৯৬৪ সালে স্বৈরশাসক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ছাত্রবিক্ষোভের নেতৃত্ব দানের কারণে তিনি গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন।

১৯৮৪ সালে মহানগর আওয়ামী লীগ গঠিত হলে আহ্বায়ক পদ থেকে শুরু করে ২০০৩ সাল পর্যন্ত আমৃত্যু খুলনা মহানগরের সভাপতি হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। খুলনা শহরটাকে সুন্দর করার জন্য ঢাকা থেকে অর্থ সংগ্রহ করায় তাঁর বড় ভূমিকা ছিল। তিনি ১৯৯৬ এবং ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনে খুলনা-২ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। অসংখ্য শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি অনুকরণীয়।

এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা যেতে পারেননি। খুলনার আশপাশে ফুলতলা, বেজেরডাঙ্গা, নওয়াপাড়ার গ্রামে গ্রামে গিয়ে যুবকদের সংগঠিত করেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

খুলনার সন্তান এ্যাড. মঞ্জুরুল ইমাম ১৯৩৯ সালের ৯ নভেম্বর নওয়াপাড়ায় নানা বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় খুলনা নগরীর সাউথ সেন্ট্রাল রোড ও সামছুর রহমান রোডে কাটিয়েছেন। তার বাবার নাম শেখ মো. ইউনুস। মায়ের নাম ফাতেমা বেগম।

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

বর্তমান উপদেষ্টা ও পৃষ্টপোষকমন্ডলী
বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

ইকবাল সোবহান চৌধুরী	-	প্রধান উপদেষ্টা
ইঞ্জিঃ মোশাররফ হোসেন এমপি	-	উপদেষ্টা
আসাদুজ্জামান খান কামাল এমপি	-	উপদেষ্টা
মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এমপি	-	উপদেষ্টা
মীর মোশাররেফ হোসেন	-	প্রধান পৃষ্টপোষক
ড. এ. কে. আজাদ চৌধুরী	-	উপদেষ্টা
ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকী	-	উপদেষ্টা
ড. মনোরঞ্জন ঘোষাল	-	উপদেষ্টা
প্রফেসর ড. মোঃ শরফুদ্দিন আহমেদ	-	উপদেষ্টা
কবি নুরুল হুদা	-	উপদেষ্টা
মেজবাহ উদ্দিন	-	উপদেষ্টা
গোলাম কুদ্দুস	-	উপদেষ্টা
ইঞ্জিনিয়ার আব্দুস সোবহান	-	উপদেষ্টা
মোল্লা মোহাম্মদ আবু কাউসার	-	উপদেষ্টা
ডা. এহসানুল কবির জগলুল	-	উপদেষ্টা
হারুন রশিদ আজাদ	-	উপদেষ্টা
লায়ন আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইমরান	-	উপদেষ্টা

বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করেছেন।

-শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী
মাহিন্দা রাজাপাকসে

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

আমরা সজিব আমরা মুজিব

আমি আমার নই আমি পরের
আমি মায়ের নই আমি দেশের

আমরা সোনার বাংলা গড়ার
যোগ্য প্রতিনিধি হবো

আমরা স্বাধীনতার দাবীদার
আমরা জাতির পিতার উত্তরসূরী

আমরা শান্তির পৃথিবী গড়ে তুলব

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

(জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট কর্তৃক অনুমোদিত)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়

৯৩, মতিঝিল (১০ম তলা), ঢাকা-১০০০

ওয়েব সাইট : www.bskmelabd.org, bskmelabd.com

ই-মেইল : bskmela@gmail.com

আমি শান্তি চাই, প্রধানমন্ত্রীও চাইনা

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কবি শামসুর রহমান
জন্ম- ২৩ অক্টোবর ১৯২৯
মৃত্যু- ১৭ আগস্ট ২০০৫

কবি শামসুল ইসলাম
জন্ম- ১৭ মার্চ ১৯৪২
মৃত্যু- ২৭ জুন ২০০৭

বিচারপতি কে এম সোবহান
জন্ম- ২৫ জুলাই ১৯২৪
মৃত্যু- ৩১ ডিসেম্বর ২০০৭

মো. জিল্লুর রহমান
জন্ম- ৯ মার্চ ১৯২৯
মৃত্যু- ২০ মার্চ ২০১৩

জাফর আহমদ চৌধুরী
জন্ম-
মৃত্যু- ৮ জানুয়ারি ২০১৫

ড. মযহারুল ইসলাম
জন্ম- ১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৮
মৃত্যু- ১৫ নভেম্বর ২০০৩

সারাহ বেগম কবরী
জন্ম- ১৯ জুলাই ১৯৫০
মৃত্যু- ১৭ এপ্রিল ২০২১

ড. ইনামুল হক
জন্ম- ৭ মার্চ ১৯৪৩
মৃত্যু- ১১ অক্টোবর ২০২১

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ না থাকলে আমাদের স্বাধীনতার অস্তিত্ব বিপন্ন হবে।

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু
৬ষ্ঠ জাতীয় শিশু দিবস ' ৯৯

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আরো আগেই একটি উন্নত দেশে পরিণত হত।

- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

তাঁর অগাধ মমত্ববোধের নিদর্শন হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই অপারেশনে উল্লেখ্যযে-াগ্য একটা বিষয় ফুটে ওঠে সেটা হল দেশপ্রেম এবং মানুষের ঈমান। দেশপ্রেম ঈমান এর অঙ্গ। সে অপারেশন যারা যোগ দিয়েছিল, অনেকেই চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করেছিল জীবনে। তারা ঈমানী শক্তিতে এগিয়ে এসেছিল দেশের জন্য। জানবাজি রেখেছিল।

অপারেশন ইস্টার্ন রিফাইনারি অসম্পন্ন হওয়ার পর ভারত ফিরছিলেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। পথিমধ্যে শত্রুপক্ষেও গুলি বৃষ্টির মত ধেয়ে আসতে লাগলো। কৌশলে আত্মরক্ষা করে চাপলাইশ্যা পাহাড়ের উদ্দেশ্য যাত্রা শুরু করলেন। ইতোমধ্যে অনেক সহযোদ্ধা দলছুট হয়ে গেছে। পথে বর্ডারের দিক হারিয়ে ফেললেন তিনি তখন। রাতের পাহাড়ে একা, যেকোন বন্যপ্রাণীর আহার হয়ে যেতে পারেন এমন শ্বাপদসংকুল সময় পার করেছেন পাহাড়ে। দিনের আলো ফুটলো কিন্তু সীমান্তের অবস্থান নির্ণয় করা সহজ হচ্ছিল না। ক্লান্ত শরীর, মচকে যাওয়া পা নিয়ে ব্যথার কুকড়ে যাচ্ছেন পাহাড়ের ভেজা মাটি, পিচ্ছিল পথে। দিক নির্ণয় করতে গিয়ে পাহাড়ে চূড়ায় ওঠার সময় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন দুঃসাহসিক বীর ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ। যখন জ্ঞান ফিরলো, ভীষণ দুর্বল শরীরে তখন দেখতে ফেলেন পাহাড়ি জোঁক রক্ত খেয়ে নিয়েছে। জঙ্গলে হারিয়ে গেলে মনের কী অনুভূতি তৈরি হয়! আশে-পাশে কেউ নেই। ক্যাম্পে না পৌঁছানোয় সেখানে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে, জঙ্গলে লোক পাঠানো হল ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর ডেডবডি খোঁজ করতে।

ইতোমধ্যে ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়েছে 'ভয়ংকর গো-লাগুলির মধ্যে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন শহীদ হয়েছেন'।

মাটিতে শোয়া ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে দেখতে পেয়ে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আনন্দ উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো 'পাইছিরে পাইছি'।

কেউ কেউ হাউমাউ করে কাঁদলো।

মৃত্যুর দুয়ার থেকে হরিণা ক্যাম্পে ফিরে সুস্থ হলেন ১০/১২ দিন পর।

পাক বাহিনীকে পদে পদে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিে-লন মুক্তিযুদ্ধের সাব সেক্টর কমান্ডার ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। অকুতোভয় এই যোদ্ধা সহযোদ্ধাদের নিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সীত-াকুণ্ডের বাড়বকুণ্ড কেমিক্যাল কমপ্লেক্স সংলগ্ন ব্রিজ-টি। যা পাক বাহিনীর চলাচলকে মন্থর করে দিয়ে গেরিলা যোদ্ধাদের শক্তি যুগিয়েছিল। ৮ ডিসেম্বর মীরসরাই হানাদার মুক্ত হয়। ১৬ ই ডিসেম্বর পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে পৌঁছে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এর সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন যুদ্ধজয়ী বীর, বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন।

দীর্ঘ নয় মাস পর বাসায় ফিরেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। বাসায় ফিরে দেখা যায় বুলেটের অনেক দাগ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নন্দনকানন কন্ট্রোল রুম থাকায় পাকবাহিনীর যথেষ্ট খেদ ছিল ইঞ্জিনিয়ার মোশার-রফ এর বাসার ওপর।

যুদ্ধকালীন সময়ে অজানা শঙ্কায় এখানে ওখানে পালিয়ে রাত কেটেছিল মোশাররফ পরিবারের। অবশেষে জয় নিয়েই ফেরা হল ঘরে।

স্বাধীনতার পর তাঁকে রেলের প্রশাসক এর দায়িত্ব প্রদান করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

স্বাধীন দেশের সংবিধানের অন্যতম স্বাক্ষরকারী হিসেবে ইতিহাসের পাতায় যুগ যুগ ধরে রইবে ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর নাম। মুক্তিযুদ্ধে অনবদ্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন কে বাংলাদেশ সরকার ২০১৯ সালে স্বাধীনতা পুরষ্কারে ভূষিত করে।

স্বাধীনতার পরপরই চট্টগ্রাম পুনর্গঠনের জন্য তখন একটি জোনাল কমিটি গঠন করা হয়েছিল এম এন এ নুরুল ইসলাম চৌধুরী এর নেতৃত্বে। সে কমিটির অধীনে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সাব কমিটি ও যোগাযোগ সাব কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ শুরু করেন ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন। এখানে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে রেলওয়ে, সওজ, বিমান বন্দর পুনর্নির্মাণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সাথে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মুক্তিযোদ্ধাদের যুক্ত করেন। মীরসরাইতে রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান এবং প্রশাসনিক চেয়ারম্যান এর মাধ্যমে পুনর্গঠন শুরু করেন তিনি।

শিক্ষার প্রতি ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এর ছিল অতীব গুরুত্ববোধ। আগের স্কুলগুলো ছাড়াও ৩৬টি প্রাথমিক স্কুল নির্মাণ করেন স্বাধীনতার পর পর।

দ্রুত সময়ে অনেকগুলো উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন সমগ্র মিরসরাই তে।

বস্তুত মিরসরাইয়ের এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তাঘাট, সেক্টও নেই যেখানে ইঞ্জিনিয়ার মোশার-